STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

আগস্ট ২০১৮
নবপর্যায় ৬৪
মূল্য ১০ টাকা

২৮ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় ৫ দফা দাবি পূরণের লক্ষে আগামি ২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ১টায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহাসমাবেশ। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের জাতীয় সমন্বয় কমিটি এই মহাসমাবেশের আয়োজন করেছে। ইতোমধ্যে এই মহাসমাবেশকে ঘিরে সারাদেশে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে এই মহাসমাবেশে যোগদানের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই মহাসমাবেশেই সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণের দাবি হিসেবে ৭ দফা গৃহীত হয়।

মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। বক্তব্য রাখবেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ঐক্যন্যাপ সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, সাংবাদিক-সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবীর ও বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক এবং ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করবেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত।

মহাসমাবেশ সফল করতে কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই উপকমিটিগুলো ইতোমধ্যে বৈঠকে মিলিত হয়েছে।

যে পাঁচ দফাকে ঘিরে মহাসমাবেশ তার মধ্যে রয়েছে (১) কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনো প্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে। (২) যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী পৃষ্ঠা ২

নির্বাচন প্রসঙ্গ ■ ১
'বুঝ হে সুজন'

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

জাতীয় নির্বাচন লইয়া কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় থাকিবে না, যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসবাণী রমরমা গুজব শিল্পকে বড় ধাক্কা দিয়াছে। ইহা ছাড়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচন কমিশন সচিব ফরমাইয়াছেন যে ডিসেম্বর'১৮-র মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ফলে গুজবের ফানুসগুলো চুবসাইয়াছে বটে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী অভিমত যথাক্রমে কতিপয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ক্ষমতার তৃষ্ণা-কাতরতা লইয়া উত্তর পাড়ার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন মর্মে অভিযোগ এবং নির্বাচন লইয়া ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছেন বলিয়া অভিমত চুবসাইয়া-যাওয়া ফানুসগুলিকে পুনরায় তেজিয়ান করিয়াছে, নয়া নয়া গুজবের ডালপালা গজাইতেছে। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে 'পরচর্চা পরিষদ' পয়মন্ত হইয়া উঠিবার লক্ষণ তো 'অতিপুরাতন' ও 'চিরায়ত' এক ঘটনা।

ভোটের ঢোলে বারি পড়িলেই দল করুক না করুক জনগণ মাতিয়া ও তাতিয়া উঠেন। চারিদিকে সাজ সাজ সাজে নির্বাচনী উৎসব সাজিয়া উঠে। পৃষ্ঠা ৫

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নে

সারা দেশে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ঐক্য পরিষদের অবস্থান কর্মসূচি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপের দাবিতে ৩০ আগস্ট ঢাকাসহ সারা দেশের জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচি পালনশেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার সুনিশ্চিতকরণে এবং সুদীর্ঘ ছ'দশকের অব্যাহত নিষ্পেষণ, নিপীড়ন ও হয়রানির হাত থেকে রক্ষায় ২০০১ সালে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' জাতীয় সংসদে গৃহীত হলেও এবং ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে আরো ৪টি ইতিবাচক সংশোধনী আনা হলেও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী আজ পর্যন্ত তার কোন সুফল পায়নি।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বিধানানুযায়ী 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদন সরকারি হিসেবানুযায়ী ট্রাইব্যুনালে প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার জমা পড়লেও এর মধ্যে বিগত ৫ বছরে নিস্পত্তি হয়েছে মাত্র ১০ হাজার। ট্রাইব্যুনালে আবেদন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত 'ধীরগতি' অব্যাহত থাকলে ভুক্তভোগী আবেদনকারীদের আবেদনের সুরাহা হতে আরো অর্ধশত বছর অপেক্ষা করতে হবে। পরন্তু দেখা যাচ্ছে, আইনের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা না করে ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালে চূড়ান্ত নিস্পত্তির পরেও জেলা প্রশাসকরা হাইকোর্টে রিট করার ধুয়া তুলে বছরের পর বছর ধরে ডিক্রি বাস্তবায়ন করেনি। মুল আইন প্রণয়নের সুদীর্ঘ ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও কোন ভুক্তভোগীর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি অদ্যাবধি প্রত্যর্পিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই, বরং যা আছে তা' হলো অবর্ণনীয় হয়রানি।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, এরই মধ্যে গত ৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এক ইতিবাচক পরিপত্র জারির ২২ দিনের মাথায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের উপ-সচিব ড. ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত পৃষ্ঠা ৩

গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতন হতে পারে না : সুলতানা কামাল

॥ বগুড়া প্রতিনিধি ॥

মানবাধিকার কর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ্যাড. সুলতানা কামাল বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশের জন্ম সে দেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করবে, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ করবে। গত ৩১ আগস্ট বগুড়ায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

বগুড়া টিএমএসএস মিলনায়তনে আয়োজিত এই বিভাগীয় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের বগুড়া জেলা সভাপতি ডা. এন সি বাড়ই। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ও এ্যাড. তাপস কুমার পাল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদ্মাবতী দেবী। সভা উদ্বোধন করেন এ্যাড. সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নৃপেন্দ্র নাথ মণ্ডল। আরও বক্তব্য রাখেন প্রদীপ ভট্টাচার্য শংকর ও বগুড়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন সিংহ।

এ্যাড. সুলতানা কামাল বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অর্জিত স্বাধীন দেশটি কাউকে লিজ দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি দেশের ক্ষমতায় থাকলেও দলের নীতি নির্ধারণের দায়িত্বে থাকা কতিপয় ব্যক্তি যখন দেশ বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলায় তখন আমাদের দুঃখ হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুধাবণ করতে পেরেছেন এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। এটার বাস্তবতা আমরা দেখতে চাই। একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে নারী নির্যাতন, সংখ্যালঘু নির্যাতন হতে পারে না। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নে ২৮ সেপ্টেম্বর পৃষ্ঠা ৭

নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন করতে হবে : শাহরিয়ার কবীর

॥ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ॥

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবীর নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক নির্বাচনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যলঘুরা আক্রমণের শিকার হয়, কারণ তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। তাই স্বাধীনতার বিরোধিরা এটা সহ্য করতে পারে না।

শাহরিয়ার কবীর গত ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এ্যাড. তাপস কুমার পাল, উত্তম কুমার পাল, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, নারায়ণ সাহা মণি ও শুকদেব নাথ তপন। সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা দিলীপ কুমার নাগ।

শাহরিয়ার কবীর আরও বলেন, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশের ৯২টি নির্বাচনী এলাকায় ১০ থেকে ৪৮ ভাগ সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। ভোটদান নিশ্চিত করতে তাদের সুরক্ষা দিতে হবে, অন্যথায় সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটদান অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তারা হামলার শিকার হবে। তিনি বলেন, অতীতে দেখা গেছে, হামলা ও নির্যাতনের শিকার হলেও সংখ্যালঘুরা কখনো ন্যায়বিচার পায়নি। সরকার ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোকে সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে এ ব্যাপারে ভাবতে হবে। শাহরিয়ার কবীর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিসহ অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠনগুলোকে প্রতিরোধ মঞ্চ গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন।

সংসদ সদস্য ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে শোষণমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমরা সে পথ ধরে তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করা যায়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির ঠাঁই হবে না। যতই আস্ফালন করুক পরাজিত শত্রুরা, কোন লাভ পৃষ্ঠা ৭

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

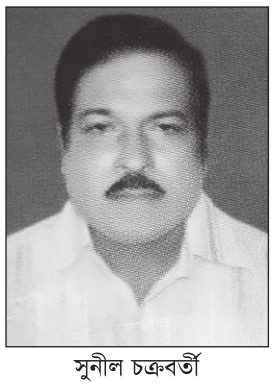
সুনীল চক্রবর্তী

রতন সিং

॥ দিনাজপুর প্রতিনিধি ॥

গত ২ আগস্ট দিনাজপুর প্রেস ক্লাব কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এক বর্ধিত সভায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দিনাজপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এ্যাড. ইন্দ্রনাথ রায়।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সুনীল চক্রবর্তী এবং সদস্য সচিব রতন সিং। ২১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির মধ্যে রয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় রায়, নাটালিউস মারান্ডি, এ্যাড. জয়ন্ত পোদ্দার, এ্যাড. অক্ষয় কুমার রায়, কংকন কর্মকার, বিমল দাস, বিশ্বনাথ আগারওয়ালা বিষু, এ্যাড. ডমিনিক তুষার, কিশোর কুমার দাশ ঝন্টু, বিপুল সরকার সানি, ডা: মনোরঞ্জন রায়, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, এ্যাড. দিলীপ পাল, দুলাল দাস, বিমল তিগাই, মৃত্যুঞ্জয় রায়, স্বাধীন রায়, সুরেশ চন্দ্র সাহা।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ২৯ আগস্ট হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা আহ্বায়ক কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। বলা হয়েছে এই কমিটি প্রতিটি উপজেলায় কাউন্সিল করবে এবং আগামি ৯০ দিনের মধ্যে জেলা কাউন্সিল এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে হবে।

বড়ফুল কিস্কু পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

ঘটনার বিষয় তার কাছে জাতীয় সংসদের হুইপ এম ইকবালুর রহিমের সুপারিশকৃত একটি আবেদন করা হয়েছিল। তিনি বিষয়টি আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কোতোয়ালী থানার ওসির কাছে পাঠিয়েছেন। আদিবাসী বড়ফুল কিস্কুর জমি যাতে বেদখল না হয় সে বিষয় তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।

সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কুমার কর্মকার, সভাপতি নয়ন বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক স্বপন দাস এবং কানাডা থেকে সংগঠনের উপদেষ্টা ড. অনুরাধা বোস, সভাপতি অলক কুমার চৌধুরী ও নির্বাহী পরিচালক কিরীট সিন্‌হা রায় অংশগ্রহণ করেন। এ্যাড. দিপংকর ঘোষ নিউইয়র্ক থেকে অনুষ্ঠিত টেলিকনফারেন্স সঞ্চালনা করেন।

শোক সংবাদ

জগদীশ চন্দ্র সাহা

গত ১৫ আগষ্ট দিবাগত রাতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ উপজেলা কমিটির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য এবং চারবার পৌরসভার নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জগদীশ চন্দ্র সাহা বাচ্চু পরলোক গমন করেন। তিনি স্ত্রী ও তিন জন কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সারা পৌর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পত্নীতলা উপজেলা ঐক্য পরিষদ সভাপতি সুদর্শন সাহা, পূজা উদযাপনের আহবায়ক শিব নাথ চৌধুরী এবং সদস্য সচিব গৌতম দে।

রাজেশ নন্দী

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির আজীবন সদস্য রাজেশ নন্দী লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩১ আগস্ট রাত এগারটায় ঢাকার সমরিতা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৭ বছর। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

ওয়াশিংটনে ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপির সঙ্গে কথা বলছেন হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের জে.পি.কানসারা ও ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক দিপংকর ঘোষ ছবি : পরিষদ বার্তা

ধর্ম যার যার উৎসব সবার

শেষ পৃষ্ঠার পর

সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আমাদের সংবিধানেও তার উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমাদের কাছে মানবতা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। যে কারণে আমরা মানবিক দিক বিবেচনা করে ১১ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছি। তিনি আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা যেন নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে সে জন্যে মায়ানমারকে চাপ দেয়া প্রয়োজনে। এ সময় মায়ানমারের রাষ্ট্রদূত স্যাম ব্রাউনব্যাক উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার জন্যে। অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন।

২৮ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। (৩) আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে। (৪) নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলসহ অন্যূন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে এবং (৫) নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক জনতার মহাসমাবেশ থেকে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণের দাবি হিসেবে যে ৭ দফা গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা; সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ; সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ। ঘোষণা করা হয়েছিল, যে রাজনৈতিক দল বা জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে এই ৭ দফা দাবি পূরণের অঙ্গীকার থাকবে সে দল বা জোটের প্রতি এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

সমন্বয় কমিটিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ, মাইনোরিটি রাইটস্ ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ রবিদাস পরিষদ।

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে আগামি বছরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে কোন এক সময় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনী তফসিল ঘোষিত হবে আগামি অক্টোবর মাসে। এ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিগত বছরের জাতীয় সম্মেলন থেকে ৫ দফা দাবি এদেশের সকল রাজনৈতিক দল ও জোট, নির্বাচন পৃষ্ঠা ৩

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর-০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

সারাদেশে ঐক্য পরিষদের অবস্থান কর্মসূচি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক পত্র প্রেরিত হয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে, যার অনুলিপি দেয়া হয়েছে আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের কাছে।

এতে বলা হয়েছে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রদত্ত পরিপত্রের 'বিষয়টির আইনি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে।' আমরা মনে করি, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আপনার আন্তরিক সদিচ্ছার বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টির আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের এ হলো আপাতঃ সর্বশেষ পদক্ষেপ।

এহেন আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়নে স্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

চট্টগ্রাম

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপের দাবিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কর্মসূচির আলোকে ৩০ আগস্ট সকালে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক বরাবরে ঐক্য পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসক এর পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমান স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং নেতৃবৃন্দের কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, চট্টগ্রাম মহানগর ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাবুল দত্ত, মতিলাল দেওয়ানজী, রেবতী মোহন নাথ, পংকজ বৈদ্য সুজন, আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট অনুপম চক্রবর্তী, হরিপদ চৌধুরী (বাবুল), রুমা কান্তি সিংহ, বিশ্বজিৎ পালিত, সুভাষ দাশ, অনুপ রক্ষিত, বিকাশ মজুমদার, রূপন দাশগুপ্ত, দুলাল লোধ, মৃদুল চৌধুরী, শক্তিপদ চৌধুরী, ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রুবেল পাল, প্রদীপ দে, রূপা দাশগুপ্ত, রতন তালুকদার, সুকুমার শীল, রূপন সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের কাছে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপি প্রদান ছবি : পরিষদ বার্তা

নড়াইলে স্মারকলিপি প্রদান ছবি : পরিষদ বার্তা

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়নে ৩০ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপের দাবিতে প্রদত্ত স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মানবাধিকারকামী সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন।

শ্রদ্ধেয় জননেত্রী,

এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার সুনিশ্চিতকরণে এবং সুদীর্ঘ ছ'দশকের অব্যাহত নিষ্পেষণ, নিপীড়ন ও হয়রানির হাত থেকে রক্ষায় ধর্মীয় বৈষম্যমূলক গণবিরোধী কালো আইন 'শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন' বিলোপ করে ২০০১ সালে আপনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' জাতীয় সংসদে গৃহীত হলেও তদপরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে তা' অকার্যকর করে রাখা হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আপনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর আপনারই আন্তরিক উদ্যোগে ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে আরো ৪টি সংশোধনী ২০০১ সালের মূল আইনে এনে একে অধিকতর ইতিবাচক করা হয়। ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী এজন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, ২০১১ সালের সংশোধনী আইনে আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তে 'খ' তফসিল' সংযুক্ত করা হয়, যা ছিল সম্পূর্ণভাবে আইনবিরোধী। পরবর্তীতে তা' আপনারই হস্তক্ষেপে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করেছি, সর্বশেষ ২০১৩ সালের ৪৬নং আইন গত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশের পর বিভিন্ন পর্যায়ে আরো তিনবার আইনের কথিত সংশোধনী গণবিরোধী আমলাচক্র কর্তৃক খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের জন্যে উত্থাপিত হয় যা' আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

এর পরেও দুঃখের সাথে জানাতে চাই, আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত আজও থেমে থাকে নি। আমাদের জানা মতে, ২০১৩-পরবর্তী এ সুদীর্ঘ সময়ে 'খ' তফসিলভুক্ত জমির খাজনা পরিশোধে, নামজারির ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তারা ভুক্তভোগীদের অব্যাহতভাবে হয়রানি করে চলেছে। আবার অন্যদিকে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বিধানানুযায়ী 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদন সরকারি হিসাবানুযায়ী ট্রাইব্যুনালে জমা পড়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার। এর মধ্যে বিগত ৫ বছরে নিস্পত্তি হয়েছে আনুমানিক মাত্র ১০ হাজার। ট্রাইব্যুনালে আবেদন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত 'ধীরগতি' অব্যাহত থাকলে ভুক্তভোগী আবেদনকারীদের আবেদনের সুরাহা হতে আরো অর্ধশত বছর অপেক্ষা করতে হবে। পরন্তু দেখা যাচ্ছে, আইনের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা না করে ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালে চূড়ান্ত নিস্পত্তির পরেও জেলা প্রশাসকরা হাইকোর্টে রিট করার ধুয়া তুলে বছরের পর বছর ধরে ডিক্রি বাস্তবায়ন করে নি। মুল আইন প্রণয়নের সুদীর্ঘ ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও কোন ভুক্তভোগীর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি অদ্যাবধি প্রত্যর্পিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই, বরং যা আছে তা' হলো অবর্ণনীয় হয়রানি।

মাননীয় জননেত্রী,

এরই মধ্যে গত ৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত এক পরিপত্রে বলা হয়েছে, 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১-র ২২(৩) ধারার বিধান বিদ্যমান থাকাবস্থায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্মারকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের উপর্যুক্ত নির্দেশনা থাকার পরও জেলা প্রশাসকগণ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্যে আইন ও বিচারবিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধিবর্হিভুতভাবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্যে প্রস্তাব প্রেরণ করায় আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি ছাড়াচ্ছে। এমতাবস্থায়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ না থাকায়, মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্যে সলিসিটর অনুবিভাগে কোন প্রস্তাব প্রেরণ না করার জন্যে সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।' লক্ষ্যণীয়, এ পরিপত্র জারির ২২ দিনের মাথায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের উপ-সচিব ড. ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রেরিত হয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে, যার অনুলিপি দেয়া হয়েছে আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের কাছে।

এতে বলা হয়েছে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রদত্ত পরিপত্রের 'বিষয়টির আইনি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে।' আমরা মনে করি, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আপনার আন্তরিক সদিচ্ছার বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টির আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের এ হলো আপাতঃ সর্বশেষ পদক্ষেপ।

আজকের এ স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আমরা ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এহেন আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং একই সাথে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়নে অতীতের মতো এবারও আমরা আপনার আন্তরিক হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

২৮ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

কমিশনসহ সরকারের কাছে শুধু উপস্থাপনই করে নি, ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলা হচ্ছে। এ দাবিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বিগত বর্ধিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আগামি ২৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বেলা ১টায় ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সকল সংগঠনকে সমন্বিত করে ২০১৫ সালের মতোই আরেকটি মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। বিগত মহাসমাবেশের চেয়েও এবারে যাতে অধিকতর লোক উপস্থিত হয় তজ্জন্যে এখন থেকে যাবতীয় প্রচারণা চালানোসহ সবাইকে তৃণমূল পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মকান্ড জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বি চি ন্তা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশের সন্ধান মেলেনি

॥ রানা দাশগুপ্ত ॥

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর ইতোমধ্যে ৪৭ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এতো সুদীর্ঘকাল পরেও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশের সন্ধান মেলেনি। '৭২-র গণতান্ত্রিক সংবিধানের বিসর্জিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে আবার ফিরে এলেও তা আজো ৭৫-উত্তর সাম্প্রদায়িকতার ঘেরাটোপে বন্দী। দেখে শুনে মনে হয়, এ সংবিধানে বাংলাদেশও আছে পাকিস্তানও আছে, বঙ্গবন্ধু আছেন জিন্নাহ সাহেবও হারিয়ে যাননি, ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি ধর্মতন্ত্রও আছে। ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে রাষ্ট্রীয়ভাবে মহৎ উদ্যোগ নেয়া হলেও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তির সাথে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের কখনও বা মেলবন্ধন, কখনও বা আপোষকামিতা, রাষ্ট্র ও সমাজের অভ্যন্তরে তৃণমূলে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতাকে সুগভীরভাবে শুধু প্রোথিত করেনি বা করছে না, পাকিস্তানি মনন ও মানসিকতায় প্রশাসন ও রাজনীতির বিশাল একাংশ আজো আচ্ছন্ন রাখছে। স্বাধীনতার ইশতেহারের সাম্য, সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি এখনো যোজন দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পাকিস্তানি আমলের মতো সংখ্যালঘু আদিবাসী নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার আজো অবসান ঘটেনি। এর বিষময় ফল ইতোমধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছি। অথচ সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ওপরে যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল তা রাষ্ট্র ও রাজনীতির কর্ণধারগণ আজ বুঝতে অক্ষম বলে মনে হয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও এখনো তার কার্যকর বাস্তবায়ন ঘটেনি। পার্বত্য ভূমি বিরোধের অবসান হয়নি। হতাশা ও আস্থাহীনতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ধুঁকছে। সুদীর্ঘ ছ'দশকের দুর্ভোগ নিরসনে ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হলেও এ পর্যন্ত ভুক্তভোগীদের কারো কাছে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সাথে জড়িতদের চিহ্নিতকরণে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনায় গঠিত শাহাবুদ্দিন কমিশনের রিপোর্ট ২০১২ সালে সরকারের কাছে জমা দেয়া হলেও আজো তা আলোর মুখ দেখেনি। দায়মুক্তির সংস্কৃতি অদ্যাবধি অব্যাহত থাকায় সন্ত্রাসীরা সোৎসাহে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ, জমি-জমা দখল, নারী নির্যাতন, উপাসনালয় ধ্বংসের মহোৎসব চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত এক দশকে দেশের নানা স্থানে স্বাধীনতা বিরোধীদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের কথিত চেতনাবাহী এক শ্রেণির জনপ্রতিনিধি ও তাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থাকা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অবস্থান গোটা দেশ ও জাতি অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে। তবে, এ কথা ঠিক মেধা ও যোগ্যতার বিবেচনায় প্রশাসনে, রাজনীতিতে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠির অংশীদারিত্বে, প্রতিনিধিত্বে ঈষৎ অগ্রগতি ঘটলেও তা আশানুরূপ নয়। ধর্মীয় বঞ্চনা-বৈষম্যের আজো অবসান ঘটেনি। বাংলাদেশ উন্নয়নের সোপানে উঠলেও দেশত্যাগের ধারা আজো বন্ধ হয়নি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাতের ভাষায় রাষ্ট্র ও রাজনীতির কারণে এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামি দু'তিনদশকে বাংলাদেশ সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়বে।

এমনি এক পরিস্থিতিতে আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা চাই রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধীমুক্ত পার্লামেন্ট যেখানে নির্বাচিত জনপ্রিতিনিধিরা প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নিপীড়কের ভূমিকা পালন করবে না, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদিতাকে লালন বা আশ্রয় প্রশ্রয় দেবে না, গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গে কাপর্ণ্য করবে না, রাজনীতিকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত রাখার সংগ্রামে আমরা অতীতেও ছিলাম, আছি ও থাকবো। কিন্তু তা-ই বলে আড়াই কোটি ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠির স্বার্থ ও অধিকারকে আর বিকিয়ে দিয়ে নয়। অস্বীকারের কোনো উপায় নেই, বৃটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি গণতন্ত্র, অগ্রগতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে এত আত্মত্যাগ সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি, দুঃখজনক হলেও সত্য, একে আজ পর্যন্ত যথাযথ বিবেচনায় আনার প্রয়োজন মনে করেনি। কেউ আপদ, কেউ বা বিপদ ভেবে তাদের সাথে আচরণ করতে দ্বিধা করেনি। জনসংখ্যার গণনার দিক থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হলেও রাষ্ট্র ও রাজনীতি তাদের সংখ্যালঘু হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছে, সমনাগরিক হিসেবে নয়। অথচ পাকিস্তানি আমলের মতো রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে সংখ্যালঘু, আদিবাসীরা ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ করেনি, আত্মত্যাগ করেনি, নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার শিকার হয়নি, শরণার্থী জীবনকে বেছে নেয়নি, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে এর যথার্থ মূল্যায়নের আজ সময় এসেছে।

২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক জনতার মহাসমাবেশ থেকে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণের দাবি হিসেবে ৭-দফা গৃহীত হয়। যার মধ্যে ছিল ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা; সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ; সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ। সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, যে রাজনৈতিক দল বা জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে এই ৭ দফা দাবি পূরণের অঙ্গীকার থাকবে সে দল বা জোটের প্রতি এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থন থাকবে। সকল রাজনৈতিক দল জোটের কাছে সুস্পষ্টভাবে এ মর্মে আহ্বান চাই, এমন কাউকে আপনারা আগামি সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না যারা ইতোপূর্বে জনপ্রতিনিধি হওয়া ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠির স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লিপ্ত ছিলেন বা আছেন। '৯০ থেকে এ পর্যন্ত সময়কালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কথা আমরা ভুলিনি। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হলে তাদের আমরা ভোট দেবো না। যদি কোনো নির্বাচনী এলাকায় কাউকে ভোট দেয়া সম্ভব না হয় তবে সেই নির্বাচনী এলাকায় প্রয়োজনে ভোট বর্জন করতে সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠী দ্বিধা করবে না। এর দায়-দায়িত্ব আমরা কোনোভাবেই বহন করবো না।

এ দেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে জীবন ও জীবিকার সকল ক্ষেত্রে সমঅংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্বের সকল ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ন্যায্য হিস্যা চায়। ইতোপূর্বে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গৃহীত ৭-দফায় যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্যে সংসদে ৬০টি আসন সংরক্ষণের দাবি আমরা রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দলসহ ও জোটসমূহের কাছে উপস্থাপন করেছি।

আমাদের স্মরণে আছে, ৯০-পরবর্তীতে নানা নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে যদৃচ্ছাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক সহিংস পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। রাজনৈতিক বক্তব্য, বিবৃতি ছাড়াও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং গণমাধ্যমকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো এক রাজনৈতিক দল বিজয়ী হলে মসজিদ থেকে উলুধ্বনি শোনা যাবে বলে নির্বাচনী বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে এক হাতে 'কোরান' আরেক হাতে 'গীতা' রেখে ভোটারদের কাছে প্রশ্ন ছোঁড়া হয়েছিল কোনটা চান? অতি সাম্প্রতিককালে লন্ডনে প্রধান এক রাজনৈতিক দলের প্রধানের বিরূপ সম্বর্ধনা দিতে গিয়ে শ্লোগান তোলা হয়েছে তার পিতার নাম নাকি হরে কৃষ্ণ হরে রাম। কুষ্টিয়ায় আরেক প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা, পত্রিকা সম্পাদক জামিন নিতে গিয়ে লাঞ্চনার শিকার হন। লাঞ্চনার শিকার হবার পর মুহূর্তে লাঞ্চনাকারীদের উদ্দেশে তাঁদের বলতে শোনা যায় হিন্দুদের দেখে নেবো। অথচ লাঞ্চনাকারীদের মধ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারো জড়িত থাকার কথা আমাদের জানা নেই।

নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি আগামি সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা আক্ষরিক অর্থে সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি তা করা না হয় তবে সংখ্যালঘু আদিবাসীরা ভোট কেন্দ্রে যাবে কিনা তা ভেবে দেখতে বাধ্য হবে। এছাড়া নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা-গীর্জাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। কোনো প্রার্থী তার পক্ষে কেউ নির্বাচনকালে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কোন বক্তব্য, বিবৃতি প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণসহ প্রার্থীতা সরাসরি বাতিল করতে হবে। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মায়ের সেই আহাজারি, আমার মেয়ে ছোট। তোমরা এক সাথে এসো না। গোটা দেশ ও জাতির স্মরণে এনে বলতে চাই, এহেন পরিস্থিতির আমরা আর মুখোমুখি হতে চাই না।

দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী আক্ষরিক অর্থে নির্বাচনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। কোনো নির্বাচন তাদের কাছে আজ উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে না, আসে বিপর্যয় নিয়ে। আশাহীনতা ও আস্থাহীনতার দ্বারপ্রান্তে তারা এসে পৌঁছেছে। এ পরিস্থিতিতে আশা ও আস্থায় তাদের বুক বেঁধে দাঁড়ানোর দায়িত্ব নিতে হবে সরকার ও এদেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও জোটকে। সরকারের কাছে দাবি-আগামি সংসদ নির্বাচনের পূবেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের মতো সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা ও বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের ঘোষণা দিতে হবে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের আর্বিভাবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কখনো কোনো সময় এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বেঈমানি করেনি, বিশ্বাসঘাতকতাও করেনি। কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের ভাগ্যে জুটেছে অব্যাহত প্রতারণা। এই প্রতারণার পুনরাবৃত্তি হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ এবং জাতিকে বিভক্ত করার শামিল।

আমাদের স্মরণে আছে, ৯০-পরবর্তীতে নানা নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে যদৃচ্ছাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক সহিংস পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। রাজনৈতিক বক্তব্য, বিবৃতি ছাড়াও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং গণমাধ্যমকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো এক রাজনৈতিক দল বিজয়ী হলে মসজিদ থেকে উলুধ্বনি শোনা যাবে বলে নির্বাচনী বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে এক হাতে 'কোরান' আরেক হাতে 'গীতা' রেখে ভোটারদের কাছে প্রশ্ন ছোঁড়া হয়েছিল কোনটা চান? অতি সাম্প্রতিককালে লন্ডনে প্রধান এক রাজনৈতিক দলের প্রধানের সম্বর্ধনা দিতে গিয়ে শ্লোগান তোলা হয়েছে তার পিতার নাম নাকি হরে কৃষ্ণ হরে রাম। কুষ্টিয়ায় আরেক প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা, পত্রিকা সম্পাদক জামিন নিতে গিয়ে লাঞ্চনার শিকার হন। লাঞ্চনার শিকার হবার পর মুহূর্তে লাঞ্চনাকারীদের উদ্দেশে তাঁদের বলতে শোনা যায় হিন্দুদের দেখে নেবো। অথচ লাঞ্চনাকারীদের মধ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারো জড়িত থাকার কথা আমাদের জানা নেই।

নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি আগামি সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা আক্ষরিক অর্থে সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি তা করা না হয় তবে সংখ্যালঘু আদিবাসীরা ভোট কেন্দ্রে যাবে কিনা তা ভেবে দেখতে বাধ্য হবে। এছাড়া নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মসজিদ-মন্দির-প্যাগোডা-গির্জাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

নির্বাচন প্রসঙ্গ ■ ১ 'বুঝ হে সুজন'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাট-বাজার-মাঠ-ঘাট-ফুটপাত, রেল-ট্রেন-লঞ্চ-বাস-নাপিতের দোকান এবং চায়ের কাপে ঝড় তুলিবার মোক্ষম উপলক্ষ হইল নির্বাচন। ভোটারকূল জাতীয় নির্বাচন লইয়া পাঁচ বছর অন্তর মাতব্বরিতে মাতিয়া উঠে। তাহারা যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মালিক নরনারী ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের দিনটিতে ক্ষমতাবান হইয়া উঠেন কিছু সময়ের জন্য। নির্বাচনী মৌতাতে মাতিত, উচ্চ কণ্ঠ ও সোচ্চার হইত মনুষ্যকূলের ভোট-মদমত্তরা। প্রার্থী প্রবরেরা দুলামিয়াতূল্য সুখানুভূতি লইয়া জনগণের সেবক সাজিয়া মনোনয়নের মাঠে আদানুন খাইয়া প্রধান দলসমূহের মনোনয়ন লাভে পরীক্ষার্থী সাজিতেন। এলাকার মুরুব্বীতূল্য লোকদের 'বরযাত্রী তূল্য' জ্ঞানে সমাদর করিয়া প্রার্থী প্রবরেরা জনগণের মন জয়ে প্রাণপাতেও কুণ্ঠিত নয় এমন ভঙ ধরিতেন। সারকথা হইল নির্বাচনী জ্বর ও জোয়ারে মাতিত জনগণ। ডিসেম্বর' ১৮-র জাতীয় নির্বাচন লইয়া সরকারি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি জনমনে আস্থা অর্জনে, উৎসাহ বর্ধনে, আশাবাদ নির্মাণে এখনও কেন জানি বরফ গলিতে শুরু করে নাই। নির্বাচনী উত্তাপের আঁচ জনমনে ও জনজীবনকে এখনও সব গরম করিতে পারে নাই। উপরন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা পাহাড়-সমতলের জাতীয় সংখ্যালঘু আদিবাসীরা হত্যা-নির্যাতন-বিতাড়নের অব্যাহত ঘটনার অপ্রতিরোধ্য বিপন্নতার মধ্যে ভোটের বার্তার অন্তরালে নির্যাতন-তাণ্ডবের শঙ্কায় আতঙ্কিত থাকিতেছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষত, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যালঘু নির্যাতন-উচ্ছেদের তাণ্ডব ও ভয়ভীতি বিপন্নতাবোধ দূরীকরণে কোনো কার্যকর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ দৃশ্যমান হইতেছে না। বিশেষত, অমেরুদণ্ডী প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন নির্বাচনী 'অনিয়মকে' স্বাভাবিক 'নিয়ম' বলিয়া জায়েজ করেন, এবং তাহার উপযুক্ত সহকর্মী কমিশনার মহোদয় যখন জনগণকে অবহিত করেন এই মর্মে যে, 'সুষ্ঠ নির্বাচনের কোনো সংজ্ঞা নাই' তখন ভোটারকূলের সংজ্ঞা হারাইবার মতো দশা হয়। ইহা ছাড়া সিটি নির্বাচনে অনিয়মের ফিরিস্তি জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া ঝিম মারিয়া রহিয়াছেন 'ক্ষমতার মালিক' ভোটারকূল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারগণ যাহারা গরীব, বিত্তহীন, স্বল্পবিত্ত তাহারাও ক্ষমতামদমত্ত ও ক্ষমতা প্রত্যাশী বড় দলের প্রতাপশালীদের 'অসন্তুষ্টি অর্জন' কোনো কারণে ঘটিলে পেরেসানীর সীমা যে থাকিবে না – প্রশাসন ও কমিশন যে ইহার দায় লইবে না তাহাতে ভাবিত-চিন্তিত হইয়া দিশাহারা হইতেছেন। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো অপর সত্যটি জনমনে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতেছে এই মর্মে যে, উল্লেখযোগ্য জনপ্রতিনিধিরা যাহাদের নির্বাচনে ভোটারের দরকার পড়ে নাই বিগত জাতীয় সংসদ কাঁপাইয়াছেন এরূপ ভোটারহীন ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত 'জনপ্রতিনিধি' প্রবরেরা অনেকের ভক্ত-অনুরক্তরা ভোটার নির্যাতন-নিপীড়নে সিদ্ধহস্ত হওয়াতে ভোটার কূলের মধ্যে এক প্রকার ক্ষোভ-মর্মবেদনা-বিতৃষ্ণার সঞ্চার ঘটিয়াছে। ফলে ভোটাররা কোনো মতে ভোট দিতে পারিলে ভোটের কিল কাহার পিঠে পরিবে তাহা বলা কঠিন শুধু নয় – কহতব্যও নয়। জামায়াত-আশ্রিত প্রধান বিরোধী দলের নেত্রীর কারারুদ্ধ অবস্থা এবং তৎপুত্র বিলাতে "স্বেচ্ছা নির্বাসনে" থাকার কারণে নেতৃত্বহীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি রাডার বিহীন ও লিডার বিহীন অবস্থায় এ তিন দশায় পড়িয়াছেন। নির্বাচনী এলাকাসমূহে ইহাদের সম্ভাব্য প্রার্থী ও কর্মীরা পুলিশি তাড়ার মধ্যে, পড়িতেছেন বলিয়া তাহারা অভিযোগ করিতেছেন। আগে নির্বাচন প্রাক্কালে প্রায় দলগুলি বড়-মাঝারী-ছোট জনসভা, হাটসভা-উঠান বৈঠক করিয়া ভোটার তোষণ করিত– তিরোহিত বা প্রায় তিরোহিত হওয়ায় নির্বাচনী জ্বর বা জোয়ারের লক্ষণ জনমনে ছাপ ফেলিতে অপারগ হইতেছে বিধায় নির্বাচন লইয়া জনগণ অদ্যাবধি শীতলতার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছেন। আসন্ন নির্বাচন লইয়া কমিশন ও প্রশাসন জনগণকে আস্থাবান করিতে কোনোরূপ সুষ্ঠু পরিকল্পনা করিয়াছেন অবস্থাদৃষ্টে তাহার দেখা মিলে না। ভোটারকূল ভোটাধিকার প্রয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত ও নির্জীব হইবার অপর কারণটি হইল ভোট লইয়া রাজনৈতিক দল যত না সোচ্চার, ততোধিক গুজগুজ ফুস্‌ফাস্ করিতেছেন একাংশ প্রশাসন যাহা নানা প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাইতেছে। সর্বোপরি যেসকল 'জন প্রতিনিধি' আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ ও জোড়া বটগাছ বনিয়াছেন, যাহারা জনগণের আমানত খেয়ানত করিয়াছেন ইহাদের অনুসারীদের দমন পীড়ন দলনের ফলে গরীব-নিরীহ-মধ্যবিত্তের জীবন কিছু কিছু এলাকায় দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। এহেন গণপ্রতিনিধিদের আগামি নির্বাচনে প্রার্থীতা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন ভোটার সাধারণের মধ্যে ভোটাভুটির আনন্দ ও জ্বর-জোয়ার কোনোটাই সৃষ্টি হইবে না। নির্বাচনে ভাটার টান লাগিবে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে গণতন্ত্রের পরিসর ছোট হইয়া আসিলে, সভা-সমাবেশের সমান সুযোগ লাভে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীরা বঞ্চিত হইলে; নির্বাচন কমিশন তাহাদের ইতোপূর্বকার ভোটারদের আস্থা অর্জনে ক্রমাগত ব্যর্থ হইতে থাকিলে গণআস্থাহীনতার কলঙ্ক তিলক ইহাদের কপালে জুটিবে যেমন তেমনই নির্বাচন ব্যবস্থাটি ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছিবে, গণতন্ত্র খাবি খাইতে থাকিবে।

ইহা পানির মতোই পরিষ্কার যে, জিয়া – এরশাদ সামরিক স্বৈরাচার এবং বিএনপি-র 'মাগুরা মডেল' সুষ্ঠু নির্বাচনকে গুড়া গুড়া করিয়া ফেলিয়াছিল যাহা পাক-আমলের স্বৈরাচারী আইয়ূব ইয়াহিয়াকে হার মানাইয়াছে, লজ্জায় ফেলিয়াছে উক্ত 'লৌহমানবদের'।

পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্রহীনতার অন্ধকারাছন্ন দিনগুলিতেও ঐতিহাসিক ৫৪-র যুক্তফ্রন্টের এবং ৭০ সনের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আর কতকাল অসমর্থ-অপারগ থাকিবে? সুষ্ঠু নির্বাচন কেন অধরা থাকিবে?

পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ পূর্ববঙ্গীয় মানুষের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎকালে নির্বাচনী যুদ্ধে গণরায় অর্জনে সফলকাম মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ কেন 'সংকোচের বিফলতা প্রদর্শন করিবে? কেন গণনির্ভরতার বদলে আমলা নির্ভর হইবে? গণতন্ত্রের রাশ কেন টানিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্ন ভাবুক – বোদ্ধা-চিন্তকদের চিন্তার খোরাক যোগাইবে ইহাও অসত্য নয়।

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন প্রশ্নে ঐতিহাসিক নির্বাচনে এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশ কখনও 'গণহীন গণতন্ত্র' তথা গণবিচ্ছিন্ন 'দলতন্ত্রের' পথে হাঁটিতে পারে না। সুতরাং বুজহ সুজন যে জান সন্ধান।

সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ

ভোটের ঢোলে বাড়ি পড়িলেই দল করুক না করুক জনগণ মাতিয়া ও তাতিয়া উঠেন। চারিদিকে সাজ সাজ সাজে নির্বাচনী উৎসব সাজিয়া উঠে। হাট-বাজার-মাঠ-ঘাট-ফুটপাত, রেল-ট্রেন-লঞ্চ-বাস-নাপিতের দোকান এবং চায়ের কাপে ঝড় তুলিবার মোক্ষম উপলক্ষ হইল নির্বাচন। ভোটারকূল জাতীয় নির্বাচন লইয়া পাঁচ বছর অন্তর মাতব্বরিতে মাতিয়া উঠে। তাহারা যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মালিক নরনারী ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের দিনটিতে ক্ষমতাবন হইয়া ওঠেন কিছু সময়ের জন্য। নির্বাচনী মৌতাতে মাতিত, উচ্চ কণ্ঠ ও সোচ্চার হইত মনুষ্যকূলের ভোট-মদমত্তরা। প্রার্থী প্রবরেরা দুলামিয়াতূল্য সুখানুভূতি লইয়া জনগণের সেবক সাজিয়া মনোনয়নের মাঠে আদানুন খাইয়া প্রধান দলসমূহের মনোনয়ন লাভে পরীক্ষার্থী সাজিতেন। এলাকার মুরুব্বীতূল্য লোকদের 'বরযাত্রী তূল্য' জ্ঞানে সমাদর করিয়া প্রার্থী প্রববেরা জনগণের মনজয়ে প্রাণপাতেও কুণ্ঠিত নয় এমন ভঙ ধরিতেন। সারকথা হইল নির্বাচনী জ্বর ও জোয়ারে মাতিত জনগণ। ডিসেম্বর' ১৮-র জাতীয় নির্বাচন লইয়া সরকারি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি জনমনে আস্থা অর্জনে, উৎসাহ বর্ধনে, আশাবাদ নির্মাণে এখনও কেন জানি বরফ গলিতে শুরু করে নাই। নির্বাচনী উত্তাপের আঁচ জনমনে ও জনজীবনকে এখনও সব গরম করিতে পারে নাই।

ইহা পানির মতই পরিষ্কার যে, জিয়া – এরশাদ সামরিক স্বৈরাচার এবং বিএনপি-র 'মাগুরা মডেল' সুষ্ঠু নির্বাচনকে গুড়া গুড়া করিয়া ফেলিয়াছিল যাহা পাক-আমলের স্বৈরাচারী আইয়ূব ইয়াহিয়াকে হার মানাইয়াছে, লজ্জায় ফেলিয়াছে উক্ত 'লৌহমানবদের'।
পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্রহীনতার অন্ধকারাছন্ন দিনগুলিতেও ঐতিহাসিক ৫৪-র যুক্তফ্রন্টের এবং ৭০ সনের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আর কতকাল অসমর্থ-অপারগ থাকিবে? সুষ্ঠু নির্বাচন কেন অধরা থাকিবে?
পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ পূর্ববঙ্গীয় মানুষের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎকালে নির্বাচনী যুদ্ধে গণরায় অর্জনে সফলকাম মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ কেন 'সংকোচের বিফলতা প্রদর্শন করিবে? কেন গণনির্ভরতার বদলে আমলা নির্ভর হইবে? গণতন্ত্রের রাশ কেন টানিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্ন ভাবুক – বোদ্ধা-চিন্তকদের চিন্তার খোরাক যোগাইবে ইহাও অসত্য নয়।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের সম্পত্তি উদ্ধারে প্রতিবন্ধকতায় উদ্বেগ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় হয়। লিখিত বক্তব্যে ২৮ আগস্ট ও ২ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হিন্দু সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়ায় ধন্যবাদ জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ অতীতের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সাম্প্রদায়িক হামলার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আগামি একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাতে বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের ১৪ বিঘা অপদখলিয় সম্পত্তি উদ্ধারে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে বিলম্বিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে ২ দিনের অনুষ্ঠান মালায় ২ সেপ্টেম্বর গীতাযজ্ঞ, বিকাল ৩ টায় ঐতিহাসিক মিছিল ও রাতে শ্রীকৃষ্ণ পূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে সাংবাদিকদের জানানো হয়।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোররঞ্জন মণ্ডলের সঞ্চলনায় এবং শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মলকুমার চ্যাটার্জী এবং বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলনকান্তি দত্ত। পূরবী মজুমদার, ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, সাগর হালদার, সন্তোষ দেব, রতন দত্ত, বিপ্লব দে, মানিক লাল সরকার, শ্যামলী মুখার্জী ও স্বপ্না সরকার এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষ এমন দেশগুলিতে বাস করেন যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা হুমকির মুখে অথবা নিষিদ্ধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হবে আমেরিকা সর্বদা নির্ভীকভাবে কথা বলবে। এ ছাড়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা লড়াই করে এবং এর জন্যে যারা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়, তাদের সহায়তা করার জন্যে অন্যান্য দেশের সাথে যৌথভাবে একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এবং তিনি বলেন, আমি উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে অত্যন্ত খুশি মনে ঘোষণা করছি যে, আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা তহবিলের উদ্বোধন করবে। আমেরিকা এই কর্মসূচি আরম্ভ এবং সমর্থন করতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত।

তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা প্রতিদিনই প্রমাণ করি যে ধর্মীয় স্বাধীনতা অন্যান্য সকল অধিকারকে সমর্থন করে। এটি এমন একটি ভিত্তি প্রদান করে যা সমাজকে উন্নতি করতে পারে। এখানে, আমেরিকাতে, সকল ধর্মের বিশ্বাসীরা পাশাপাশি বসবাস করে, আমাদের জাতির কণ্ঠে তাদের স্বতন্ত্র কণ্ঠ যোগ করে, প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা কেবল একটি বিশ্বাস অনুশীলন করার অধিকার নয়; এটি অসীম সুযোগ, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং শান্তির জন্যে ভিত্তি দেয়। আমেরিকার মানুষ সবসময় ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং বিশ্বে যারা তাদের বিশ্বাসের জন্যে দাঁড়ায় বা লড়াই করে আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকবো।

ওয়াশিংটন ডিসিতে ২৪ থেকে ২৬ জুলাই এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী ও ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর রাষ্ট্রদূত সাম ব্রাউনবেকসহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন- বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নির্মল রোজারিও ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সঙ্গীতশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা মনোরঞ্জন ঘোষাল। ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. দিপংকর ঘোষও সেমিনারে যোগ দেন। বিশ্বের ১০০টির অধিক দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, ৮৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ১০০ জনের অধিক ধর্মীয় নেতা উক্ত সেমিনারে অংশ নেন।

সেমিনারের প্রথম দিনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত সাম ব্রাউনবেক। তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, মন্ত্রী পর্যায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক এই সেমিনার বিশ্বে এই প্রথম। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, এই রকম একটা সত্যিকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রত্যেকের জন্যে সত্যিই প্রয়োজন। এটা ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত অধিকার এবং আমাদের মানব-মর্যাদার একটি সুন্দর অংশ। আপনাদের উপস্থিতি বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিশ্বাসীদের একটি প্রেরণা। আজকে দু:খের সাথে বলতে হয়, বিশ্বে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে না। যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা গুরুতরভাবে সীমাবদ্ধ, নিষিদ্ধ বা অনেক ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী। বিশ্বজুড়ে মানুষ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুশীলন করতে গিয়ে বা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বাস করতে গিয়ে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর নির্যাতন-নিপীড়ন এমনকি হত্যার শিকার হচ্ছে, যা আর চলতে দেয়া যায় না। এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং এ কারণেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বলেন, যে কোনো জায়গায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব সর্বত্র শান্তি, সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার জন্যে হুমকি।

সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কয়েকজন সদস্য ছবি : পরিষদ বার্তা

সেমিনারে ইরান, ইরাক, মায়ানমার, তুরস্ক, চীন এবং উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে বেঁচে যাওয়া ভিকটিমদের তাদের নির্যাতন-নিপীড়নের বর্ণনা দেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখেন শেষ দিন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি হিসাবে ট্রাম্প অনেক সময় বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি 'বিশ্বাসের জাতি' এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি এই সরকারের একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। ধর্মীয় বিশ্বাস করা বা না করার অধিকার স্বাধীনতার সবচেয়ে মৌলিক বিষয়। যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা অস্বীকার বা ধ্বংস করা হয়, তখন আমরা জানি যে অন্যান্য স্বাধীনতা যেমন বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশ এমনকি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বিপন্ন, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এ কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গতকাল, আজ এবং সর্বদা ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যে দাঁড়িয়েছে। আমরা এটি করি কারণ এটি সঠিক। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা এটি করি। যেসব দেশ ও জাতি ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করে তাদের নাগরিকগণ উগ্রপন্থী হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ কাজ করে। তারা তাদের সীমানায় সহিংসতার বীজ বপন করে এবং সেই সহিংসতা প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীদের এবং সারা পৃথিবীতে ছাড়িয়ে পড়ে।

সেমিনারের শেষ দিন সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্যে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন বিশেষ করে ডাইরেক্টর অব গভর্ণমেন্ট রিলেসন্স জে. পি. কানসারা ও ওয়ার্ল্ড হিন্দু কাউন্সিল অব আমেরিকার কো-অর্ডিনেটর উৎসব চক্রবর্তীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এ্যাড. দিপংকর ঘোষ সেমিনারে অংশগ্রহণকালে গত ২৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চিফ অব মিশন, জনাব মাহবুব হাসান সালেহ্ এবং হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর অব গভর্ণমেন্ট রিলেসন্স জে.পি.কানসারা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তিনি বাংলাদেশে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন। পরদিন তিনি রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী-র সম্মানে দেয়া নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

ঐক্য পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের সাথে মতবিনিময়

ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে গত ২৯ জুলাই বিকেলে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের সাথে মতবিনিময় করেন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারে অন্যতম সভাপতি নয়ন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের গভর্নর এ্যাটর্নি অশোককুমার কর্মকার, কবীন্দ্রনাথ সেন, স্বপন দত্ত, পার্থ তালুকদার, প্রিয়তোষ দে, বরুণ পাল, গীতা চক্রবর্তী, উমা চক্রবর্তী, রীতা চক্রবর্তী, দিপঙ্কর দাস, রীতেন্দ্র দেব, মিলটন শিকদার, সুব্রত দাস, সঙ্গীত সাহা, সুতপা পাল, মিহির দেব, লিটন ঘোষ, রাজীব ভট্টাচার্য, রাজকুমার সাহা প্রমুখ। মতবিনিময় সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন দাস।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাখার মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন দাশ। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ থেকে) গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এ্যাটর্নি অশোক কর্মকার, কবীন্দ্রনাথ সেন, ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক দিপংকর ঘোষ, যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি নয়ন বড়ুয়া এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রিয়তোষ দে। ছবি : পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এ্যাড. সুলতানা কামাল ছবি : পরিষদ বার্তা

গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতন হতে পারে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকায় মহাসমাবেশ সফল করার জন্য এই বিভাগীয় সভার আয়োজন করা হয়।

এ্যাড. সুলতানা কামাল বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর এই দেশে স্বৈরাচার সেনা শাসকরা গণতন্ত্র হত্যা করে। তারা সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। এভাবে '৭৫ পরবর্তী সময়ে প্রায় ২০ বছর দেশের চরম ক্ষতি হয়েছে।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, সামনে নির্বাচন তাই আগামি ২৮ সেপ্টেম্বরে ঢাকার মহাসমাবেশ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমাবেশে লাখ লাখ লোকের উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের প্রাণের দাবি ৭ দফা ও ৫ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে হবে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন– এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

যুব ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

গত ৬ জুলাই প্রবর্তক বিদ্যালয় মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা কমিটির এক সাংগঠনিক সভা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রণজিত কুমার দে'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন যুব ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব নির্বাচিত হয়েছেন কল্যাণ রায় রানা ও অনিক মজুমদার। সদস্যরা হচ্ছেন বিষুদেব সাহা, রাকেশ বণিক, কাজল শীল, প্রসেনজিৎ বড়ুয়া, লিটন দাশ, কৃষ্ণপদ মজুমদার, অরুণ কান্তি দে ও লিটন দাশ।

সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে উক্ত আহ্বায়ক কমিটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলাধীন সাতটি উপজেলার মধ্যে যে সমস্ত উপজেলায় এখনো পর্যন্ত উক্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই, সে সকল উপজেলায় ঐক্য পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার যুব ঐক্য পরিষদ গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদনে এই জেলা ঐক্য পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

ছাত্র ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

গত ৬ জুলাই প্রবর্তক বিদ্যালয় মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা কমিটির এক সাংগঠনিক সভা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রণজিত কুমার দে'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন ছাত্র ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে প্রকৌশলী অপূর্ব ধর ও লিটন ভট্টাচার্য। সদস্যরা হচ্ছেন সঞ্জয় চৌধুরী, রমেন মজুমদার, নয়ন শর্মা, সুশান্ত কুমার দেওয়ানজী, নারায়ণ গোস্বামী, রানা কুমার দাশ জনি, উৎসব দাশ, টিটু দে ও তপন কান্তি বড়ুয়া।

সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, উক্ত আহ্বায়ক কমিটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলাধীন সাতটি উপজেলার মধ্যে যে সমস্ত উপজেলার এখনো পর্যন্ত উক্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই, সে সকল উপজেলায় ঐক্য পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠ ও যথাযথভাবে সম্পাদনে এই জেলা ঐক্য পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে না। বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ।

প্রধান বক্তার ভাষণে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম কিন্তু একথা ভাবতেও পারিনি। রাজনীতিকদের জবাবদিহি করতে হবে, কেন জাতিকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করলে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে কখনো আপস হতে পারে না। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনক এই যে, আজকে আমাদের ৭ দফা ও ৫ দফা প্রণয়ন করে সম-অধিকারের দাবি জানাতে হচ্ছে, নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে ভোটদান নিশ্চিত করার কথা বলতে হচ্ছে। নির্বাচন এলেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, দেশত্যাগের প্রবণতা বাড়ে। এটা দেশের জন্য ভালো নয়, গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত আগামি ২৮ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই মহাসমাবেশ আমাদের জন্য আগামি দিনের পথরেখা চিহ্নিত করবে।

দিনাজপুরে ভূমিদস্যুদের অত্যাচারে আদিবাসী বিধবা বড়ফুল কিস্কু পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

॥ রতন সিং দিনাজপুর থেকে ॥

দিনাজপুর সদর উপজেলার কর্ণাই আদিবাসী পল্লীতে এক বিধবার ১৪ একর জমি প্রভাবশালী ভুমিদস্যুরা দখল করার চেষ্টা করছে। দখল নিরাপত্তাহীনতার কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বিধবা বড়ফুল কিস্কু।

সরেজমিনে দিনাজপুর সদর উপজেলার ১নং চেহেলগাজী ইউনিয়নের কর্ণাই আদিবাসী মহল্লায় গিয়ে কথা হয় প্রয়াত বাবুরাম মুর্মুর স্ত্রী ও ঝনু সাঁওতালের কন্যা বড়ফুল কিস্কুর সাথে। তিনি জানান, তার বাবা ঝনু সাঁওতালের নামে কর্ণাই মৌজায় ৪৯৫ এসএ খতিয়ানে ২৪২৪ দাগে ১৪ একর জমি রয়েছে। উক্ত জমি ঝনু সাঁওতাল সারাজীবন নিজে ভোগদখল করেছেন। ২০০১ সালে ঝনু সাঁওতালের মৃত্যুর পর তার একমাত্র কন্যা বড়ফুল কিস্কু ওই ১৪ একর সম্পত্তির মালিক হন। ঝনু সাওতালের মৃত্যুর পর থেকে তার কন্যা বড়ফুল দূরবর্তী কাহারোল উপজেলার গড়নুরপুর গ্রামে স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করায় বর্গা চাষীর মাধ্যমে ভোগদখল করে আসছিলেন। তিন মাস পূর্বে কর্ণাই গ্রামের প্রভাবশালী হাসিম উদ্দীনের পুত্র আজিজুল ইসলাম ও সাজ্জাদ আলীর পুত্র গদুর আলী জাল দলিল তৈরি করে তাদের সহযোগী জিতান হাসদাকে নিয়ে ১৪ একর জমি সম্পূর্ণ দখল করার লক্ষ্যে বড়ফুল কিস্কুকে হত্যার হুমকি দেয়। এই ঘটনায় বড়ফুল কিস্কু বাদী হয়ে গত ১২ জুলাই দিনাজপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৩০১পি/১৮ নম্বর ১৪৪ ধারার মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং প্রকৃত মালিকের জমি ভোগ দখলে যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য কোতোয়ালী থানার অফিসার্স ইনচার্জকে বিচারক আদেশ দেন। এই আদেশ দেয়ার পরে ভূমিদস্যুরা আরও উত্তেজিত হয়ে বড়ফুল কিস্কুকে প্রতিনিয়ত হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে। ঘটনার বিষয়ে কর্ণাই গ্রামের আমির আলী, সোহাগ, মকবুল হোসেন, ৬০ বছরের বৃদ্ধা রুবি কিস্কুসহ অনেকের সাথে কথা বলে জানা যায়, বড়ফুল কিস্কুর ৩টি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তার স্বামী বাবুরাম কিস্কু মারা গেছে। তাকে সহযোগিতা করার নিজস্ব কোন লোক না থাকায় আজিজুল গংরা এভাবে ভুয়া দলিল তৈরি করে তাকে জমি থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টায় হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে।

এব্যাপারে দিনাজপুর পুলিশ সুপার মোঃ হামিদুল আলমের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, এই পৃষ্ঠা ২

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষ এমন দেশগুলিতে বাস করেন যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা হুমকির মুখে অথবা নিষিদ্ধ : মাইক পেন্স

॥ ওয়াশিংটন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আয়োজিত 'মিনিস্টেরিয়াল টু এডভান্স রিলিজিয়াস ফ্রিডম' সেমিনারে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স বলেন, আজকে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৮৩% শতাংশ মানুষ এমন দেশগুলিতে বসবাস করে যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন অথবা নিষিদ্ধ। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার ভূক্তভোগীরা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়, তারা প্রায়ই গ্রেফতার এবং কারাদন্ড ভোগ করে। তারা সহিংস জনতা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের লক্ষ্যবস্তু।

তিনি বলেন, আমেরিকা সব সময় ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যে দাঁড়াবে এবং বিশ্বের যেখানেই যখনই এই ধর্মীয় পৃষ্ঠা ৬

ওয়াশিংটনে ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক সেমিনার ছবি : পরিষদ বার্তা

ওয়াশিংটনে সেমিনারে মাহমুদ আলী

ধর্ম যার যার উৎসব সবার

॥ ওয়াশিংটন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

ধর্ম যার যার উৎসব সবার। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে এমন একটি দেশ যেখানে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রয়েছে। গত ২৪-২৬ জুলাই ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি এ কথা বলেন।

বৈঠকে বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশের মন্ত্রী, ধর্মীয় নেতারা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এবং আমেরিকার স্টেট সেক্রেটারি মাইক পম্পিও। মাইক পম্পিও অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি আমেরিকা সরকারকে ধন্যবাদ জানান এই ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য। তিনি বলেন, এই ধরণের অনুষ্ঠান আমরাও করতে চাই, যদি আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশ বিশ্বের মধ্যে পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের সাথে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের টেলিকনফারেন্স

সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে : রানা দাশগুপ্ত

॥ ওয়াশিংটন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

গত ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ৮ টায় আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের সাথে ঢাকায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক টেলিকনফান্সে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সংগঠনের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেলিকনফারেন্সে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের পক্ষে অংশ নেন- সংগঠনের সিনিয়র ডিরেক্টর সমীর কালরা, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সোহাগ এ শুক্লা, ডাইরেক্টর অব গভর্ণমেন্ট রিলেসন্স জে. পি. কানসারা এবং ওয়ার্ল্ড হিন্দু কাউন্সিল অব আমেরিকার কো-অর্ডিনেটর উৎসব চক্রবর্তী। অন্যদিকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষে অংশ নেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. তাপস কুমার পাল ও নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য প্রমুখ। ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. দিপংকর ঘোষ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে অনুষ্ঠিত এই টেলিকনফারেন্স সঞ্চালনা করেন। টেলিকনফারেন্সে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বর্তমান সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন। অতীতের মতো আগামি জাতীয় নির্বাচনের পূর্বাপর যাতে করে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা না ঘটে সেই জন্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্যে আহ্বান জানান। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনকে এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের পাশে থেকে কাজ করার জন্যে ধন্যবাদ জানান। জে. পি. কানসারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয় তুলে ধরে বলেন, অতীতের মতোই আগামি দিনেও হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে থাকবে এবং আগামি নির্বাচনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর যাতে নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা না ঘটে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এছাড়া গত ০৪ আগষ্ট শনিবার স্থানীয় সময় রাত ৯ টায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাথে সংগঠনের আমেরিকা ও কানাডা চ্যাপ্টারের টেলিকনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। টেলিকনফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এবং আমেরিকা থেকে সংগঠনের গভর্নর এ্যাটর্নি অশোক পৃষ্ঠা ২

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায়–

৫ দফা দাবিতে

ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

মহাসমাবেশ

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শুক্রবার বেলা ১টা

দাবিসমূহ

- নির্বাচনে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী, নির্যাতনকারী, ভূমিদস্যু কাউকে মনোনয়ন দেবেন না– ভোট দেব না।
- নির্বাচনী ইশতেহারে যে দল বা জোট সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭-দফার পক্ষে অঙ্গীকার ঘোষণা এবং সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে– তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
- জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি ঐসব প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলসহ অন্যূন এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান করতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

চলো চলো ঢাকা চলো মহাসমাবেশ সফল কর

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরী আশ্রম ট্রাস্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ, মাইনোরিটি রাইটস্ ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ রবিদাস উন্নয়ন পরিষদ।

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২